ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৩০০২

আগরতলা,২১ সেপ্টেম্বর,২০২৬

ভিলেজ কমিটি নির্বাচন : পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় বিধিনিষেধ আরোপ

ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের আসন্ন ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায়, এই জেলার অন্তর্গত ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ২০০ মিটার এলাকার মধ্যে ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ বিকাল ৪টা থেকে ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ সকাল ৬টা পর্যন্ত সময়ে ৫ বা ততোধিক ব্যক্তির জমায়েত সহ কিছু বিষয়ে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা ২০২৩-এর ১৬৩ নং ধারা অনুযায়ী পশ্চিম জেলার জেলাশাসক এই বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন। এই আদেশে বলা হয়েছে, উল্লেখিত সময়ে লাঠি, স্টিক, লোহার রড, বাঁশ, পাথর অথবা অন্য যে কোনও জিনিস যেগুলি আক্রমণের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে এগুলি সহ এবং এগুলি ছাড়া ৫ বা ততোধিক ব্যক্তির জমায়েতের উপর সংশ্লিষ্ট এলাকায় বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এছাড়াও স্বরবর্ধক যন্ত্র ব্যবহার করে বা ব্যবহার না করে যে কোনও ধরনের জনসভা, জমায়েত, র‍্যালি ইত্যাদি করা যাবে না। এছাড়াও এই সময়ে ২ বা ২-এর বেশি মোটরবাইক অথবা যে কোনও যানবাহন একসঙ্গে চলাচল করাও অবৈধ হিসেবে পরিগণিত করা হবে। ভোটগ্রহণের দিন ভোটাররা ছাড়া নির্বাচন আধিকারিকের জারি করা বৈধ পাস না নিয়ে কেউ ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারবেন না। আদেশে বলা হয়েছে, কোনও দায়িত্বসম্পন্ন নাগরিকের দৈনন্দিন কাজকর্মে ব্যাঘাত ঘটানো নয়, এই বিধিনিষেধ আরোপের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সুষ্ঠু ও অবাধ ভোট সম্পন্ন করার লক্ষ্যে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা।

নির্বাচনের কাজে যুক্ত কর্মী এবং সিএপিএফ, নির্বাচনের কাজে নিযুক্ত পুলিশ ও তাদের যানবাহন, বৈধ পাসযুক্ত সংবাদমাধ্যমের কর্মীদের মতো অন্য ব্যক্তিগণ, নির্বাচনী কাজে যুক্ত যানবাহন ও এই গাড়ির চালক, ক্লিনার এই বিধিনিষেধের আওতার বাইরে থাকবেন। এছাড়া যাদের ক্ষেত্রে এই বিধিনিষেধ প্রযোজ্য হবে না তারা হলেন বৈধ পরিচয়পত্র নিয়ে ভোটগ্রহণের জন্য পায়ে হেঁটে অথবা নিজেদের বাহন নিয়ে যারা ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে এসেছেন এবং শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের চত্বরে ভোটারদের লাইনে দাঁড়িয়েছেন, বৈধ পাস সহ পরিবারের একজন সদস্যকে নিয়ে নিজেদের ব্যক্তিগত বাহনে করে ভোট দেওয়ার জন্য আসা ব্যক্তি, রুটিন সরকারি কাজে নিয়োজিত সরকারি কর্মচারি অথবা পুলিশ কর্মী / সিএপিএফ / সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য, দিনের বেলায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের জমায়েত, সরকারি অথবা বেসরকারি অফিসে রুটিন মাফিক কাজকর্ম চলা, যে কোনও গাড়ি এবং তাতে থাকা যাত্রীগণ (এই গাড়ি যাতে ভোটারদের আনা নেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত না হয়, তা সুনিশ্চিত করা), যে কোনও ধর্মীয়স্থানে প্রার্থনার জন্য সমবেত স্বাভাবিক ধর্মীয় জমায়েত, বিবাহ জন্মদিনের অনুষ্ঠানের মতো সামাজিক কাজে ব্যবহৃত স্থানগুলি (এ ধরনের অনুষ্ঠানে নগদ অর্থ অথবা যে কোনও জিনিস যাতে কাউকে দেওয়া না হয় তা সুনিশ্চিত করা) ইত্যাদি।

২-এর পাতায়

এছাড়াও আদেশে বলা হয়েছে, সমস্ত বাজার, মান্ডি / ধর্মীয় স্থানগুলিতে স্বাভাবিক ব্যবসা এবং লেনদেন অব্যাহত থাকবে। তবে এই জায়গাগুলিতে রাজনৈতিক অথবা অন্য কোনও কারণে কোনও জমায়েত করা যাবে না। এছাড়াও রিটার্নিং অফিসারের বৈধ অনুমতিপ্রাপ্ত, নির্বাচন প্রার্থীর যানবাহন অথবা নির্বাচনের সঙ্গে যুক্ত উপযুক্ত আধিকারিকের অনুমতিপ্রাপ্ত যে কোনও ধরনের যানবাহন, দর্শনার্থী / ভোটারদের জন্য সরবরাহকৃত পানীয়জল বহনকারী ব্যক্তি এবং হুইল চেয়ার বা অন্য কোনও মাধ্যমে ভোট দিতে যাওয়া দিব্যাঙ্গ ভোটার এই বিধিনিষেধের আওতার বাইরে থাকবেন। এই আদেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা ২০২৩-এর ২২৩ নং ধারা অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

*****